দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 1 JUL 1988
পৃষ্ঠা ... ৫ কলাম ৩

032

শিক্ষাঙ্গন

দুর্নীতি ও পরীক্ষা কেন্দ্র

এবার উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষা চারটি শিক্ষা বোর্ডে প্রায় তিন লক্ষাধিক ছাত্র-ছাত্রী অংশ নিয়েছে। শহর অঞ্চলের ২-১টি পরীক্ষা কেন্দ্র ছাড়া মফঃস্বল কেন্দ্রগুলোর কি অবস্থা—তা আজ আর বলার অপেক্ষা রাখে না। দৈনন্দিন পত্র-পত্রিকায় পরীক্ষা সংক্রান্ত নানা খবর বেড়িয়েছে। কিন্তু কেন্দ্রগুলোর বাস্তব চিত্র কি তা স্বচক্ষে না দেখলে বোঝা যাবে না।

বলতে দ্বিধা নেই, এমন কতগুলো পরীক্ষা কেন্দ্র রয়েছে যেখানে হঠাৎ করে বেড়ে যাওয়া বিপুলসংখ্যক পরীক্ষার্থীর আসন ব্যবস্থা হয়েছে সাইকেল স্টাণ্ডে, গুদাম ঘরে এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে বারান্দাতে। আর এই বিপুলসংখ্যক পরীক্ষার্থীর সাহায্যকারীরা আশপাশে এমনভাবে ভিড় জমিয়েছিল যে, বাইরে থেকে একজন পরিদর্শকের কাছে পরীক্ষা কেন্দ্রে কোন 'মেলা' বসেছে বলে মনে হয়েছে। এ চিত্র প্রায় সবগুলো মফঃস্বল পরীক্ষা কেন্দ্রে লক্ষ্য করা গেছে।

কিন্তু কেন এই ব্যবস্থা বছরের পর বছর ধরে চলে আসছে। পত্র-পত্রিকায় লেখালেখি হচ্ছে যথেষ্ট। অফিস কক্ষে, দোকান ঘরে, রেস্তোরাঁয় এ নিয়ে নানা আলোচনা চলছে। কিন্তু সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ, শিক্ষা প্রশাসন, শিক্ষক সমাজ হতাশাচ্ছন্ন ও দ্বিধা হয়ে নীরব ভূমিকা পালন করছেন।

আর তাই এ অবস্থার অবনতি ঘটছে দিনের পর দিন। মাঝে মাঝে প্রশাসনের পক্ষ হতে কিছু কঠোর ব্যবস্থা নেয়ার ফলে কোথাও কোথাও বেশ কিছুসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী বহিষ্কার হচ্ছে, কোথাও বা এ নিয়ে কিছু হাংগামা, ভাংচুর হচ্ছে। কিন্তু তাতে কি গোটা ব্যবস্থার কোন পরিবর্তন আসছে? এ ব্যবস্থার কি কোন পরিবর্তন আসতে পারে না? কি করে দিনের পর দিন একই ব্যবস্থার পুনরাবৃত্তি ঘটছে। সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে দায়ী করে ছোট্ট একটা উত্তরে এর সমাধান আসবে না। কিভাবে এই কেন্দ্রগুলোতে এত অধিক সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীর পরীক্ষার ব্যবস্থা হচ্ছে। ৩০০ ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির পর কিভাবে সেখান হতে ১২০০ পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে? কেনই বা এই সমস্ত কেন্দ্রের অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও পুনরায় কেন্দ্রের অনুমতি পাচ্ছে? শোনা যায়, আজ অর্থের বিনিময়ে পরীক্ষা কেন্দ্রের অনুমতি বেচাকেনা হচ্ছে। যদি তা-ই হয় তাহলে বিপুল পরিমাণ ছাত্র-ছাত্রী যারা শুধু বই দেখে লেখার মধ্যদিয়ে পরীক্ষায় পাড়ি দিচ্ছে তাদের ভবিষ্যৎ কোথায়? পরীক্ষার ফল ভাল হওয়া সত্ত্বেও এরা কোথাও ভর্তি হতে পারছে না। ফলে হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হতে না পেরে হয় মা-বাবার বোঝা হয়ে সংসারে অশান্তি বাড়াচ্ছে আর না হয় দেশের আর্থ-সামাজিক প্রক্রিয়ার যাতাকলে পিষ্ট হয়ে নিজেকে অন্ধকার ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

আর এদের মধ্যে দু'চারজন যারা পিছনের দরজা দিয়ে অফিসে—আদালতে চাকরি নিয়ে ঢুকছে তারা সেই অফিসের বারটা বাজিয়ে ছাড়ছে। অফিসে-আদালতে আজকের এ অবস্থার কারণ কিন্তু ঐ একটাই। ফলশ্রুতিতে সারাদেশ জুড়ে দুর্নীতির প্রতিযোগিতা চলছে।

আমাদের সবুজ প্রাণ ছাত্র-ছাত্রীদের অন্ধকার এই ভবিষ্যতের জন্য আমরাই দায়ী। আমরা দুর্নীতির মাধ্যমে এদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎকে অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিচ্ছি। এর জবাব একদিন আমাদেরকেই দিতে হবে। এ ব্যাপারে সর্বপ্রথম শিক্ষা বোর্ডসমূহের কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সরকারের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা থাকার পরও কিভাবে উপজেলা ছাড়া মফঃস্বলে পরীক্ষা কেন্দ্রের অনুমতি হচ্ছে? যে কলেজের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৩০০ সেখানে কিভাবে ১২০০ ছাত্র-ছাত্রীর পরীক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে। এদের রেজিস্ট্রেশনের ব্যবস্থাই বা কি করে হচ্ছে। সারাদেশ জুড়ে শিক্ষক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রশাসন ও শিক্ষা বোর্ডসমূহ আজ অর্থ উপার্জনের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। শিক্ষার আলো যাদের ছড়ানোর কথা, তারা আজ শিক্ষার নামে অর্থ উপার্জনের প্রতিযোগিতায় নেমেছে। এটা নিঃসন্দেহে দেশের জন্য একটা অন্ধকার অধ্যায়।

এখনও সময় আছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সুনির্দিষ্ট নীতিমালার মাধ্যমে যেখানে-সেখানে হঠাৎ করে গজিয়ে উঠা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর অনুমোদন বন্ধ করতে হবে। পরীক্ষা কেন্দ্রের অনুমতি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। কোন ক্রমেই উপজেলা ছাড়া মফঃস্বলে পরীক্ষা কেন্দ্রের অনুমতি দেয়া যাবে না। বোর্ড কর্তৃপক্ষ কর্তৃক রেজিস্ট্রেশন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে প্রত্যেক কলেজে ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীর রেকর্ড যথাযথভাবে অনুসরণ পূর্বক পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোর আসন সংখ্যা নির্ধারণ করার বাস্তব ব্যবস্থা নিতে হবে এবং অভিযুক্ত কেন্দ্রগুলো বাতিল করতে হবে। প্রত্যেক জেলার পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোতে জেলা প্রশাসন পুলিশ প্রশাসনের সহায়তায় নকল প্রতিরোধের যাবতীয় বাস্তব পন্থা অবলম্বন করতে হবে। এ ব্যাপারে উপজেলা প্রশাসনের ভূমিকাও অত্যন্ত বলিষ্ঠ হওয়া প্রয়োজন।

সর্বোপরি যারা শিক্ষার সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত, যাদের নিয়ে সারাশিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালিত হচ্ছে, সেই শিক্ষক সমাজকে এ ব্যাপারে অত্যন্ত নিষ্ঠা, সততা ও আন্তরিকতার সাথে নকল প্রতিরোধের সক্রিয় ব্যবস্থা নিতে হবে।

—মোঃ মোফাজ্জল হোসেন